বাংলাদেশে লোকসাহিত্যচর্চা

বরুণকুমার চক্রবর্তী

'বাংলাদেশ' বলতে ওপার বাংলার কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। 'বাংলাদেশ' বললেই যে কয়েকটি বিষয় স্বতঃই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে Law of Association সূত্রে, সেগুলি হল, ইলিশ, পদ্মা, জামদানি, ভাটিয়ালি, আতিথ্য আর অবশ্যই লোক সংস্কৃতি যার অন্তর্ভুক্ত লোকসাহিত্য। পাঠক ভাবতে পারেন, বাংলাদেশ বলতে শুধু এই কয়টি বিষয়ই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে? না, আরও অনেক কিছুই ভেসে ওঠে। যেমন বাংলাদেশের জনক মুজিবুর রহমান, ধানমন্ডী, ভাষা শহীদ স্মারক, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, নববর্ষ উদযাপন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কবি জসীমউদ্দীন, শামসুর রহমান, সাজাদপুর, এনামূল হক, মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরও অনেক কিছুই।

আপাতত আমরা বাংলাদেশে লোকসাহিত্য চর্চার প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। অনেকের মনেই এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে বাংলাদেশে পরিশীলিত সাহিত্যের যত না আলোচনা, গবেষণা হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ লোক সংস্কৃতি অথবা লোকসাহিত্যের আলোচনায়। কেননা এই একবিংশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের গুটি কয়েক অঞ্চলকে বাদ দিলে সামগ্রিকভাবে দেশটি লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার। পরিশীলিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-গবেষণা যে তুলনামূলকভাবে কম তা কিন্তু নয়। বরং নবীন প্রজন্ম অনেক বেশি পরিশীলিত সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী। তবে এখনও লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলাদেশের বৃহদংশের মানুষের মননকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলা দেশের মানুষ বড় বেশি লোকসংস্কৃতি মনস্ক।

এখনও এই দেশের গ্রামীণ চরিত্রটি অটুট। রেলপথ তামাম দেশকে ঘিরে ফেলে নি। ফলে গ্রাম আর শহরের ফারাক বিলীন হয়ে যায় নি। এখনও বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠেনি। যদিও এই দেশের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সম্প্রতি এই দেশ উন্নয়নশীল দেশের তকমা অর্জন করেছে। এখনও এই দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। কারণ আক্ষরিক অর্থেই বাংলা দেশ নদীমাতৃক। প্রচুর সংখ্যক নদী ও জলাশয়ের উপস্থিতি এখানকার মাটিকে সুজলা করেছে। কৃষির উপযোগী পরিমিত উষ্ণতা এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, সর্বোপরি সুলভ শ্রমিক বাংলাদেশকে কৃষি নির্ভর করে তুলেছে।

আমরা জানি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কৃষি জীবনের। যে ঐতিহ্য ও পরম্পরা হল লোক সংস্কৃতির প্রাণ ভ্রমরা, সেই ঐতিহ্য ও পরম্পরা লক্ষিত হয় কৃষিকার্যে এবং কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ জনের আচরিত আচারে পূজার্চনায়, বিশ্বাসে ও সংস্কারে। শিল্পের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় তা নয়, কিংবা শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে, জীবন ধারণের মানের আশাতীত উন্নতি হয়, তেমনি শিল্প নির্ভর মানুষ ঐতিহ্য থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যত যুক্তিনিষ্ঠ হয় তথ্যসমৃদ্ধ হয়, ততই বিশ্বাস, সংস্কার এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটছে ঠিকই, তথাপি সামগ্রিক ভাবে এখনও শিক্ষার মানচিত্র যে খুব উজ্জ্বল তেমন নয়। এর উপর রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসের রমরমা। এ কারণেও মানুষ ঐতিহ্যকে

প্রবাদ বাক্যও অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থটিতে। ১৭টি বাগ্‌ধারা গ্রন্থটির গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রমানুসারী।

তিতাস চৌধুরী তাঁর 'কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য 'গ্রন্থের (১৩৯০) পঞ্চম অধ্যায়ে ২২৩টি প্রবাদ সংকলিত করেছেন। প্রবাদগুলি কুমিল্লা অঞ্চলের। গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৬৬টি প্রবাদ সংকলিত করেছেন। প্রবাদগুলি কুমিল্লা অঞ্চলের। গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৬৬টি প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। লেখক সংকলিত প্রবাদগুলির ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। ওহীদুল অলম রচিত 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৯১) ১৫৯টি প্রবাদ সংকলিত করেছেন। প্রবাদগুলি চট্টগ্রাম অঞ্চলের, গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বাংলা একাডেমী (ঢাকা)।

'বাংলার লোক সাহিত্য প্রবাদ প্রবচন' গ্রন্থটির রচয়িতা ওয়াকিল আহমদ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৯৪। গ্রন্থটির প্রকাশক ঢাকার বাংলা একাডেমী। গ্রন্থটির প্রথম বিভাগে স্থান পেয়েছে ৫০০টি প্রবাদ এবং প্রবাদ সম্পর্কিত আলোচনা। দ্বিতীয় বিভাগেও স্থান পেয়েছি ৪০০টি প্রবাদ। পাশ্চাত্য দেশীয় পদ্ধতিগুলির সাহায্যে প্রবাদ প্রবচনের বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। পার্থক্য নিরূপণ করেছেন প্রবাদ ও প্রবচনের। এলান ডান্ডিস ও জি. বি. মিলনারের অনুসরণে প্রবাদের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটির অবয়ব বিশাল নয়, কিন্তু পাঠক এই গ্রন্থপাঠে প্রবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ছড়া প্রসঙ্গ ঃ

বাংলা দেশে ছড়া চর্চার প্রসঙ্গে যাঁর নাম প্রথমেই মনে আসে তিনি হলেন মোহাম্মদ